ঝিনাইদহে জমে উঠেছে চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির নির্বাচন

জমে উঠেছে ঝিনাইদহ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির নির্বাচন। আগামী ১জুন অনুষ্ঠিত হবে এই নির্বাচন। এ উপলক্ষে শহরের বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে ভোট চাওয়ার ধুম লেগে গেছে। ভোটারদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভোট প্রার্থনা করছেন প্রার্থীরা।

আজ শনিবার (২৫ মে) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে গিয়ে এ ভোট প্রার্থনা করছেন বিভিন্ন পদের প্রার্থীরা। দিচ্ছেন নানা রকম প্রতিশ্রুতি।

এবারও চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির নির্বাচনে সভাপতি পদে ভোট চাইছেন সাবেক সভাপতি ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু।

এ সময় তার সাথে ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য ও পৌর আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ সামাদ, নব-নির্বাচিত উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান মাসুম, জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মুন্তাকিম মনির, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হান, সিও সংস্থার নির্বাহী পরিচালক সামছুল আলম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোয়াজ্জেম হোসেন, সাবেক পৌর কাউন্সিলর তোফাজ্জেল হোসেন, ইউপি চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম, আতিকুল হাসান মাসুম, অংকুর নাট্য একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিন জুলিয়াস সহ বিভিন্ন ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ।

চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির নির্বাচনে সভাপতি পদ প্রার্থী সাইদুল করিম মিন্টু বলেন, এবারের নির্বাচনে ভোটাররা আমাকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করবেন বলে তিনি শতভাগ আশাবাদী।

প্রচারণায় জমে উঠেছে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা নির্বাচন

আগামী ২১ মে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের দ্বিতীয় ধাপের ভোটগ্রহণ। এ ধাপে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এরইমধ্যে মিরপুর উপজেলায় জমে উঠেছে নির্বাচনী প্রচারণা। দ্বিতীয় ধাপের মিরপুর উপজেলা নির্বাচনে প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রার্থীরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দও দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ২১ মে দ্বিতীয় ধাপে এ উপজেলায় যে ভোট হবে। তাতে চেয়ারম্যান পদপার্থীদের লড়াই জমবে বলে মনে করছেন সাধারণ ভোটাররা। এবারের মিরপুর উপজেলা পরিষদের নির্বাচনে মোট ৯ জন প্রার্থী ভোট যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছেন। এরমধ্যে চেয়ারম্যান পদে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এ্যাডভোকেট আব্দুল হালিম দোয়াত কলম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক কামাল হোসেন আনারস এবং শরিফুল ইসলাম লিটন মোটর সাইকেল প্রতীকে নির্বাচন করছেন।

এছাড়াও ভাইস চেয়ারম্যান পদে বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোয়ার্দ্দার (তালা), মাসুদুর রহমান মাসুদ (টিউবওয়েল), সোহাগ আহম্মেদ (উড়োজাহাজ) এবং শাকিলুর রহমান বিটু (টিয়া পাখি) ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান মর্জিনা খাতুন (হাঁস) এবং এ্যাডভোকেট মর্জিনা খাতুন (কলস) প্রতীক নিয়ে লড়ছেন। চেয়ারম্যান পদে মুলত এ্যাডভোকেট আব্দুল হালিম ও কামাল হোসেনের লড়াই জমে উঠেছে।

এদিকে দুই চেয়ারম্যান প্রার্থীই নির্বাচনী প্রচার জোরদার করার পাশাপাশি নিজ নিজ কৌশল প্রয়োগ করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। নির্বাচনের শেষ প্রান্তে এসে নানামুখী মেরুকরণ হচ্ছে। প্রার্থীদের জয়-পরাজয়ের ফ্যাক্টর হিসেবে সামনে আসছে বিভিন্ন সমীকরণ। ভোটাররা মনে করছেন, দোয়াত কলম ও আনারস প্রতীকের মধ্যে ভোটের লড়াই হবে হাড্ডাহাড্ডি। শেষ পর্যন্ত ফলাফল কি হয় তা দেখার জন্য উপজেলাবাসীর চোখ এখন নির্বাচনের দিনের দিকে।

নির্বাচনের আর মাত্র কয়েক দিন বাকি। তাই মিরপুর উপজেলা পরিষদ

এদিকে মিরপুর উপজেলা নির্বাচনে আনারস প্রতীকের চেয়ারম্যান প্রার্থী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. কামাল হোসেন গত বৃহস্পতিবার (১৬ মে) জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে তার অনুসারী চেয়ারম্যান প্রার্থী উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি এ্যাড. আব্দুল হালিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

তিনি বলেন, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী আব্দুল হালিম তার পেটুয়া বাহিনী দিয়ে আমার নির্বাচনের কর্মী, সমর্থকদের হুমকি ধামকি দিয়ে যাচ্ছে। তারা আমার পোষ্টার, ফেষ্টুন ছিঁড়ে ফেলছে। ভোটারদের ভোট দিতে কেন্দ্রে যেন না যায় সেজন্য সাধারণ ভোটারদেরকেও নিষেধ করছে। আমি এ বিষয়ে জেলা রির্টানিং অফিসার ও কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকসহ প্রশাসনের সকল দফতরসহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবকেও অবগতি করেছি।

অপরদিকে ভোটারদের মধ্যে নির্বাচন নিয়ে আগ্রহ অনাগ্রহ দুটোই রয়েছে। তবে সবকিছুই নির্ভর করবে ভোটের দিনের পরিবেশের ওপর। পরিবেশ ভালো থাকলে মানুষ ভোট দিতে যাবে।

বারুইপাড়া ইউনিয়নের নতুন ভোটার আলামিন বলেন ভোট দেবেন প্রার্থীর ব্যক্তিগত ইমেজ, সততা, আমি এবার প্রথম ভোট দেবো। অবশ্যই যোগ্যতা দেখে ভোট দেবো। তবে সুষ্ঠু পরিবেশ থাকলে ভোটকেন্দ্রে যাবো।

উপজেলার তালবাড়িয়া ইউনিয়নের বাসিন্দা মনিরুল ইসলাম বলেন, ভোটারদের মধ্যে নির্বাচন নিয়ে আগ্রহ অনাগ্রহ দুটোই রয়েছে। তবে সবকিছুই নির্ভর করবে ভোটের দিনের পরিবেশের ওপর। পরিবেশ ভালো থাকলে মানুষ ভোট দিতে যাবে।

মালিহাদ ইউনিয়নের আব্দুর রহমান বলেন, আমরা সাধারণ মানুষ চিন্তায় আছি, কেন্দ্রে গিয়ে নিজের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারব কিনা জানিনা।

বিগত ৫ বছরের ধারাবাহিক উন্নয়নের বর্ণনা তুলে ধরে দোয়াত কলমের প্রতীকের প্রার্থী উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি এ্যাড. আব্দুল হালিম জানান, আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ধারাবাহিক উন্নয়নে পাল্টে গেছে এ উপজেলার দৃশ্যপট। মাহবুব উল আলম হানিফের দিকনির্দেশনা ও সহযোগিতায় উপজেলায় শান্তি সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নানা অবকাঠামো উন্নয়ন করেছেন। অসংখ্য মসজিদ, মন্দির ও বিহার নির্মাণ, বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভবন

নির্মাণ, রাস্তা-ঘাট ও ব্রিজ-কালভার্টসহ অগণিত উন্নয়ন দৃশ্যমান। এছাড়া কৃষিখাতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

তিনি আরও জানান, উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে মিরপুরবাসী তাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবেন। সর্বোপরি জনগণের সার্বিক উন্নয়ন এবং ব্যক্তি পর্যায়ের বিকাশে সব পক্ষকে নিয়ে দলমত নির্বিশেষে কাজ করা হবে। এছাড়া স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সমৃদ্ধ মিরপুর গড়ে তোলার কথা জানান এ চেয়ারম্যান প্রার্থী।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা বিবি করিমুন্নেছা জানান, অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ ভোট গ্রহণের জন্য সব ধরনের কঠোর ব্যবস্থা থাকবে। কোথাও কোন প্রকার আচরণ বিধিলঙ্ঘন হলে তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

জমে উঠেছে কুষ্টিয়া মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ কাপড়ের হাট

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম কাপড়ের বাজার কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ কাপড়ের হাট। আসন্ন ঈদকে সামনে রেখে প্রতিদিনই বাড়ছে বেচাকেনা। শুধু পাইকারি নয়, এই হাটে খুচরাও বিক্রি বেড়েছে। প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত দোকানগুলোতে বেচাবিক্রি চলে।

প্রতি বছরের মতো এ বছরও নিত্যনতুন ডিজাইনের কাপড়ের পসরা সাজিয়ে বসিয়েছে দোকানিরা। ফলে ক্রেতাদের উপস্থিতিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে বাজার।

জানা যায়, প্রায় অর্ধ শতাধিক বছর আগে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার পোড়াদহে গড়ে ওঠে পাইকারি কাপড়ের হাট। সপ্তাহের বুধবার, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার পরপর এই তিনদিন এখানে হাট বসে।

দামে সাশ্রয়ী হওয়ায় কুষ্টিয়াসহ পার্শ্ববর্তী জেলার মানুষ এই হাটে কাপড় কিনতে আসেন। এছাড়া পাইকারি বাজার হওয়ায় আশপাশের বিভিন্ন

জেলা থেকে ব্যবসায়ীরাও আসেন এখানে। এই হাটে গজ কাপড়, থান কাপড়, পাঞ্জাবির কাপড়, থ্রিপিচ, শাড়ি, সুতির কাপড়, জাকাতের কাপড়, মশারি, কোর্ট, প্যান্ট ও শার্টের পিচ, লুঙ্গি, রেডিমেট পোশাক পাওয়া যায়। সপ্তাহের বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার পোড়াদহ কাপড়ের হাট বসে। এই হাটে প্রায় ২ হাজার দোকান আছে।
যেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে প্রায় ১৫-২০ হাজার লোকের।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যতম এই পাইকারি পোশাকের বাজার পোড়াদহের কাপড়ের হাট। ঈদকে সামনে রেখে দেশের হাজার হাজার পাইকাররা শাড়ি, পাঞ্জাবি, লুঙ্গি, গামছা, বেডশিট, থ্রিপিস, টুপিস, প্যান্ট-শার্ট পিসসহ বিভিন্ন ধরনের বাহারি পোশাক কিনতে ছুটে আসেন এই হাটে।

নিত্যনতুন ডিজাইনের কাপড়ের পাশাপাশি দাম কম হওয়ায় দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসেন তারা। সুলভ মূল্যে এ সকল পণ্য কিনতে পেরে খুশি পাইকার ও সাধারণ ক্রেতারা।

বর্তমানে এই হাটে পাইকারি হিসেবে থ্রিপিস বিক্রি হচ্ছে ৪০০ থেকে সর্বোচ্চ ২০০০ হাজার টাকা, লুঙ্গি ১৮০ থেকে ৭০০ টাকা, শাড়ি ৩৫০ থেকে ২০০০ টাকা এবং পাঞ্জাবি বিক্রি হচ্ছে ২৫০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত।

এছাড়াও অন্যান্য পণ্য হাতের নাগালে পাওয়া যায়। ঈদকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও চাঁদরাত পর্যন্ত দেড় থেকে দুইশো কোটি টাকা বিক্রির আশা করছেন এখানকার ব্যবসায়ীরা।

পোড়াদহ বাজারের সবচেয়ে বড় শাড়ি, থ্রিপিস, শার্ট পিস, পাঞ্জাবির মোকাম অঙ্গশোভায় গিয়ে দেখা গেছে, দোকানে প্রচণ্ড ভিড়। কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার মশান থেকে ঈদের কেনাকাটা করতে আসা বিপুল হোসেন বলেন, ‘পোড়াদহ কাপড়ের হাটে কেনাকাটা করার মজাই আলাদা। আমি প্রতিবছর পরিবারের জন্য এখান থেকেই কেনাকাটা করি।’

জাকাতের কাপড় কিনতে আসা ইয়াসিন আলী বলেন, ‘দামে সাশ্রয়ী হওয়ায় আমি এখান থেকে কাপড় কিনি।’

মেহেরপুর থেকে আসা পাইকারি কাপড় ব্যবসায়ী সাব্বির ইসলাম বলেন, ‘আমরা এখান থেকে পাইকারি কাপড় কিনি। কম দামে বেশ ভালো কাপড় পাওয়া যায়।’ তিনি বলেন, এই হাট থেকে আমি বিভিন্ন আইটেমের থ্রি-পিসসহ অন্যান্য কাপড়চোপড় কিনেছি। এলাকায় আমার দোকান আছে,

সেখানে এগুলো বিক্রি করবো। ভালোই লাভ হয়।

সেতু গার্মেন্টসের মালিক আমজাদ হোসেন বলেন, ‘হাটের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভালো হাওয়ায় প্রতিদিনই বিভিন্ন স্থান থেকে পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীরা এখানে কাপড় কিনতে আসেন।’

হাটে আসা ক্রেতা হাফিজুর রহমান বলেন, আমরা এই হাটে ঈদের মার্কেট করতে এসেছি। এক দোকান থেকে অন্য দোকানে গিয়ে কাপড় দেখছি। যেটা ভালো লাগে সেটা কিনবো। তবে তুলনামূলক মোটামুটি সকল কাপড় সাশ্রয় মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে।

কেনাকাটা করতে আসা আফরোজা খাতুন বলেন, শুনেছি পোড়াদহ হাটে কম দামের কাপড় সস্তায় পাওয়া যায়। আমরা এখানে আসি কম দামে কাপড় কেনার জন্য। এখানে অনেক ভালো ভালো কোয়ালিটির কাপড়ও বিক্রি হয়।

কাপড়ের হাটের ব্যবসায়ী ছালেহা বস্ত্র বিতানের স্বত্বাধিকারী মো. জাহিদুল ইসলাম বলেন, রমজানের অর্ধেকের বেশি চলে গেলেও বেচাকেনা বেশ ভালোই হচ্ছে। পোড়াদহ কাপড়ের হাটটি পাইকারি মার্কেট। যার কারণে এক দামে কেনা-বেচা হয়। তাতে ক্রেতাদের ঠকার কোন সম্ভাবনা থাকে না। এ জন্য উৎসব মুখরভাবে ম্যাক্সিমাম যারা ক্রেতা, তারা সরাসরি হাটে চলে আসে।

পোড়াদহ কাপড়ের হাট মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মনি খা বলেন, এই হাটে প্রচুর লোকের সমাগম হয়। দেশের দূরদূরান্ত জেলা থেকে ব্যবসায়ীরা কেনাকাটা করতে আসে। ঈদকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও চাঁদরাত পর্যন্ত দেড় থেকে দুইশো কোটি তাকার কাপড় বিক্রি হবে।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিরপুর সার্কেল) আব্দুল খালেক বলেন, ‘পোড়াদহ হাটে পুলিশের টহল ও গোয়েন্দা তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে। এছাড়াও সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে।’

জমে উঠেছে কুষ্টিয়া জেলা আইনজীবি সমিতির নির্বাচন

জমে উঠেছে কুষ্টিয়া জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন। অল্প সময়ের এ নির্বাচনকে ঘিরে আমেজ বইছে ভোটারদের মাঝে। নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা এখন তুঙ্গে।

দলমত নির্বিশেষে প্রতিবার নির্বাচন হলেও এবারই প্রথম জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে নির্বাচনের শীর্ষ পদ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন। দলগত সমর্থনে তাদের অনেক ভোটার রয়েছে।

নিজ নিজ প্রার্থীর পক্ষে চালিয়ে যাচ্ছেন নির্বাচনী প্রচারণা। ভোটারদের কাছেও চলছে প্রার্থীদের বিগত দিনের ভালমন্দ কাজের চুলচেরা বিশ্লেষণ। আর মাত্র ২ দিন বাকী ২০২৪-২০২৫ মেয়াদের কুষ্টিয়া জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ নির্বাচনের।

প্রার্থীরা বসন্তকালের মৃদু শীতের শিতলতা মাড়িয়ে নির্বাচনের উত্তাপ ছড়াতে রাতের আধারে ভোট প্রার্থনায় ছুটছে ভোটারদের দ্বারে দ্বারে। চলছে গভীর রাত পর্যন্ত ভোটারদের সাথে মতবিনিময় ও ভোট চাইবার কাজ।

চলছে নিজ নিজ সেরেস্তার আইনজীবীদের নিয়ন্ত্রণের জোর লবিং ও চেষ্টা। পেশাগত হাজারো ব্যস্ততার মধ্যেও ভোটকে কেন্দ্র করে একে অপরের সাথে দেখা করছে এবং ভোটারদের কাছে ভোট প্রার্থনা করছেন প্রার্থীরা।

প্রার্থীরা আইনজীবীদের সার্বিক কল্যাণে ও সমিতির উন্নয়নের কথা শুনাচ্ছেন ভোটারদের। নিজ নিজ ক্যাম্পে বসেও ভোটারদের সাথে খোশগল্প মিষ্টিমুখসহ নানা আপ্যায়নে আপ্যায়িত করছেন প্রার্থীরা। আবার কেউ কেউ পেশাগত হাজারো ব্যস্ততাকে উপেক্ষা করে ভোট চাইতে ভোটারদের কাছে ছুটছেন।

তফশীল অনুযায়ী আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার ২০২৪-২০২৫ সাল মেয়াদী কমিটির নির্বাচন সমিতির নিজস্ব ভবনের নতুন হল রুমে অনুষ্ঠিত হবে। সকাল সাড়ে ৯টা থেকে শুরু হয়ে বিরতিহীনভাবে ভোট গ্রহণ চলবে একটানা বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত।

এবারের নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন-সিনিয়র আইনজীবী এ্যাড. মীর ছানোয়ার হোসেন এবং সদস্য হিসেবে দায়িত্বে আছেন এ্যাড. আকরাম হোসেন দুলাল ও এ্যাড. শরীফ উদ্দিন রিমন।

নির্বাচনে এখন প্রায় প্রকাশ্যে দুটি প্যানেলের প্রার্থী-কর্মী সমর্থকরা দল বেধে ভোট চাচ্ছেন ভোটারদের কাছে। প্রচারনার ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত এই অবস্থা থাকে কিনা সেটি বিবেচ্য না হলেও হ্যাভিওয়েট প্রার্থীরা কে কোন প্যানেলের প্রার্থী সেটি কিন্তু ভোটারদের কাছে পরিস্কার হয়ে উঠেছে। নির্বাচন নিয়ে আইনজীবীদের মাঝে উত্তাপের আমেজ বইছে বার প্রাঙ্গনে। প্রার্থীরা খুব জোরে-সরেই নেমেছেন নির্বাচনী মাঠে। চলছে নিজ নিজ সেরেস্তার আইনজীবীদের নিয়ন্ত্রণের জোর চেষ্টা। পেশাগত হাজারো ব্যস্ততার মধ্যেও ভোটকে কেন্দ্র করে একে অপরের সাথে দেখা করছে এবং ভোটারদের কাছে ভোট প্রার্থনা করছেন প্রার্থীরা।

নির্বাচন কমিশন সুত্রে জানা গেছে, সভাপতি পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন কুষ্টিয়া জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ও জেলা জজ আদালতের জজশীপের (জিপি) সিনিয়র আইনজীবী এ্যাড. আ, স, ম, আখতারুজ্জামান (মাসুম), কুষ্টিয়া জেলা আইনজীবী সমিতির সিনিয়র আইনজীবী এ্যাড. মুহঃ হারুনুর রশিদ, এ্যাড. সোহেল খালিদ মোঃ সাঈদ অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে ক্লিন ও পরিচ্ছন্ন মানুষ, তরুণ আইনজীবীদের প্রিয় প্রার্থী ও আইকোন, জুনিয়র ও সিনিয়র আইনজীবী বান্ধব, একজন প্রতিষ্ঠিত ফৌজদারী আইনজীবী এ্যাড. খন্দকার সিরাজুল ইসলাম।

সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন কুষ্টিয়া জেলা আইনজীবী সমিতির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. শেখ মোঃ আবু সাঈদ, সিনিয়র আইনজীবী এ্যাড. খাদেমুল ইসলাম এবং কুষ্টিয়া জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জনপ্রিয় তরুণ ও মেধাবী তারুণ্যের প্রতীক, কুষ্টিয়া জেলা আইনজীবী সমিতির জুনিয়র ও সিনিয়র সাধারণ আইনজীবীদের কাছে জনপ্রিয়তার শীর্ষে, অধিক গ্রহনযোগ্য আইনজীবী এ্যাড. দেওয়ান মাসুদ করিম মিঠু।

সিনিয়র সহ-সভাপতি পদে এ্যাড.তানজিলুর রহমান এনাম ও এ্যাড. মোঃ ফারুক আজম মৃধা। সহ-সভাপতি পদে এ্যাড. মঞ্জরুল আলম (সান্নু) ও এ্যাড. এস.এম. মনোয়ার হোসেন মুকুল। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে এ্যাড. ইকবাল হোসেন টুকু, এ্যাড. মনোয়ারুল ইসলাম (মনিরুল),

এ্যাড. হাসান রাজ্জাক রাজু ও এ্যাড. মোঃ ইমরান হোসেন দোলন। কোষাধ্যক্ষ পদে এ্যাড. মোঃ শহিদুল ইসলাম (১), এ্যাড. মোঃ আবুল হাশিম ও এ্যাড. মোঃ কামরুল ইসলাম খোকন। গ্রন্থগার সম্পাদক পদে এ্যাড. সোহেলী পারভীন ঝুমু, এ্যাড. মোস্তাফিজুর রহামন ও এ্যাড. মোঃ নুরুল ইসলাম (নুরুল)। সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে এ্যাড. আশুতোষ কুমার পাল (দেবাশীষ), এ্যাড. রোকুনুজ্জামান (সাজু) ও এ্যাড. মকলেছুর রহমান পিন্টু। দপ্তর সম্পাদক পদে এ্যাড. মোঃ ওয়ালীউল বারী ও এ্যাড. রকিবুজ্জামান (রানা)। সিনিয়র সদস্য পদে এ্যাড. আব্দুর রশিদ (২) এ্যাড.আয়েশা সিদ্দিকা, এ্যাড. নিজাম উদ্দিন (২), এ্যাড. হাফিজুর রহমান (হাফিজ) এ্যাড. রাজীব আহসান রঞ্জু, এ্যাড.আকতারুজ্জামান (আক্তার) ও এ্যাড.মারুফ বিল্লাহ। জুনিয়র সদস্য পদে এ্যাড. বশির উদ্দিন, এ্যাড.আব্দুর রাজ্জাক, এ্যাড. সাইফুর রহমান (সুমন), এ্যাড. তরিকুল ইসলাম সাগর ও এ্যাড. আহসান হাবীব লিংকন চুড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবেন।